আন্তর্জাতিক

শোক, ক্ষোভে উত্তেজিত মিসর

ফুটবল মাঠে সহিংসতায় ৭৪ জনের প্রাণহানির ঘটনায় শোকগ্রস্ত পরিবারের আর্তনাদ আর দেশবাসীর ক্ষোভের আগুনে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে মিশরে। জনতার রোষের মুখে বরখাস্ত করা হয়েছে ফুটবল ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের।

মিশরের পোর্ট সাইদ শহরে বুধবার একটি ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে এ সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এতে আহতও হয়েছে প্রায় হাজার খানেক মানুষ। মিশরের শীর্ষ দুই ফুটবল ক্লাব আল-মাসরি ও আল-আহলির মধ্যে ফুটবল ম্যাচ শেষে এই সংঘর্ষ হয়। প্রাণঘাতী এ সংঘর্ষ ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ায় জনরোষের মুখে পড়েছে মিশরের সেনা শাসিত সরকার। পার্লামেন্টে ক্ষুদ্ধ এমপিদের সামনে এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পোর্ট সাইদের উর্ধ্বতন নিরাপত্তা প্রধানদের পাশাপাশি নগরীর গভর্ণরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বরখাস্ত করা হয়েছে ফুটবল ফেডারেশন বোর্ডের কর্মকর্তাদের। কিন্তু এতেও জনগণ সন্তুষ্ট নয়। অনেকেই চাইছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো পদে থাকা কর্মকর্তাদেরও বরখাস্ত করা হোক। প্রতিবাদ-বিক্ষোভে রাস্তায় নামা ক্ষুদ্ধ তরুণরা রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ভবন ও রাজধানীর মাইলফলক তাহরির স্কয়ারের কাছাকাছি রাস্তাগুলো রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। ওদিকে, পোর্ট সাইদের ওই খেলার মাঠ থেকে প্রিয়জনরা ফিরে এল কিনা তা দেখতে কায়রোর প্রধান রেল স্টেশনে অনেক লোক ভিড় করছে। ট্রেন থেকে কোন মৃতদেহ নামাতে দেখলেই উপস্থিত উত্তেজিত জনতা শ্লোগান দিয়ে উঠছে "সামরিক শাসন নিপাত যাক।" ফাতেমা কামাল নামের এক নারীর বিলাপ "আমার ছেলে কোথায়?" পাগলের মত ছেলেকে বারবার ফোন করেও কোন উত্তর না পেয়ে তিনি এভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "শয়তান ফুটবলঃ আমার ছলেক ফিরিয়ে দে।" এ সহিংসতা নিয়ে আলোচনার জন্য জরুরি অধিবেশন ডেকেছে মিশরের পার্লামেন্ট। সদ্য নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত দল মুসলিম ব্রাদারহুড বলছে, এ ট্রাজেডির পেছনে কোন 'অদৃশ্য' হাত আছে। ওদিকে, পোর্ট সাইদ স্টেডিয়ামের কাছে শত শত লোক জমায়েত হয়ে সমস্বরে বলছে, "পোর্ট সৈয়দের মানুষ নিরপরাধ। এ এক ষড়যন্ত্র।" মিশরের সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদ এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে। এ ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করারও ঘোষণা দিয়েছে তারা।

ওবামাকে ইরানের উপহার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে একটি চালকহীন বিমানের (ড্রোন) খেলনা সংস্করণ পাঠিয়েছে ইরান। ইরানের আফগান সীমান্তে আটককৃত যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন বিমানের হুবহু সংস্করণ এই খেলনা ড্রোন। 'নিখোঁজ' ওই ড্রোনটি ফেরত দিতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধের প্রতি ব্যঙ্গ করে ১ ফেব্রুয়ারি সুইস দূতাবাসের মধ্যমে ওবামাকে এটি পাঠানো হয়। ইরানের একটি খেলনা কোম্পানি ড্রোনের ওই মডেলটি তৈরি করেছে। খেলনা ড্রোনটি গোলাপি রঙের। কারণ গোলাপি ওবামার প্রিয় রঙ। ইরানি ওই কোম্পানিটির সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান সৈয়দ সায়িদ হাসানপুর জানিয়েছিলেন, "আমরা জনাব ওবামার জন্য খেলনা ড্রোন পাঠাচ্ছি।

এর মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই, ইরানিরা যে কারো অনুরোধেই সাড়া দেয়।" গত ডিসেম্বরে আফগান সীমান্তবর্তী ইরানি এলাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন গোয়েন্দা বিমানটি আটক করে ইরানি কর্তৃপক্ষ।

কুয়েতে ইসলামপন্থিদের জয়

কুয়েতের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ইসলামপন্থিদের নেতৃত্বাধীন বিরোধীদলের বিপুল বিজয় হয়েছে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ভোটে ইসলামপন্থিরা ৩৪টি আসন পেয়েছে। দেশটির পার্লামেন্টের আসনের সংখ্যা ৫০। শুক্রবার নির্বাচনী কর্মকর্তারা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করেন। গত বছর ডিসেম্বর মাসে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় এবং বিরোধীদলীয় ও সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্কের মধ্যে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হয়। তারপরই বৃহস্পতিবার ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সুন্নি ইসলামিকরা ২৩টি আসন পেয়েছে। অথচ এর আগে তাদের নয়টি আসন ছিল। অপরদিকে, বৃহস্পতিবারের নির্বাচনে উদারপন্থিদের ব্যাপক ধস নেমেছে। তারা মাত্র দুটি আসন লাভ করেছে। এর আগে তাদের পাঁচটি আসন ছিল। এছাড়া সর্বশেষ এ নির্বাচনে কোনো মহিলা প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেননি। আগে পার্লামেন্টে চার জন মহিলা সংসদসদস্য ছিল।

আসাদকে নির্বাসনে পাঠানোর পথ খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররা

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে নির্বাসনে পাঠানো যায় কিনা তা নিয়ে আলোচনায় শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও আরব দেশগুলো। এ পর্যন্ত অনড় অবস্থানে থাকা আসাদ এ ধরনের প্রস্তাব মানবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকার পরও বিষয়টি আলাপ করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমা কর্মকর্তারা।

একজন কর্মকর্তা বলেছেন, সিরিয়ায় ১০ মাস ধরে চলা সহিংস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে তিনটি দেশ তাকে আশ্রয় দিতে রাজি। দুটি সূত্র জানিয়েছে, কোন ইউরোপীয় দেশ আসাদকে আশ্রয় দিতে চাইছে না। কিন্তু একজন কর্মকর্তা জানান, আশ্রয় দিতে চাওয়া দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে খুব সম্ভবত সংযুক্ত আরব আমিরাত। আসাদকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করার জন্য তার ওপর ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপ এবং আরব লিগের প্রস্তাবনা নিয়ে জাতিসংঘ আলোচনার মধ্যে একটি বিকল্প পথ হিসাবে তাকে নির্বাসনে পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে এ আলোচনা শুরু হল। তবে কর্মকর্তারা বলেছেন, এ আলোচনা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। নির্বাসনের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে সে ব্যাপারে এখনও সর্বসম্মত কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রশাসনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, "আসাদ সিরিয়া ছাড়তে চাইলে কিছু দেশ তাকে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব করেছে বলে আমরা জেনেছি।"॥

'১৩ বছরের কিশোরদের নির্যাতন করেছে সিরীয় বাহিনী'

বরোধী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত সিরিয়ার সরকারি বাহিনী ১৩ বছরের কিশোরদেরও তাদের নির্বিচার নির্যাতনের বিশেষ টার্গেট বানিয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ শুক্রবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ কথা বলেছে। এদিকে জাতিসংঘ বলেছে, গত ১০ মাসের অভিযানে কয়েকশ' শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, শিশু-কিশোরদের তাদের ঘরে অথবা রাস্তায় কিংবা স্কুল থেকে ধরে নিয়ে গুলি করা হয়েছে। সংস্থা বন্দী শিবিরে আটক করে শিশু নির্যাতনের ১২টি ঘটনার তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেছে, আরো অনেককে একই ধরনের নির্যাতন করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক-ভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচের শিশু অধিকার বিষয়ক পরিচালক লয়স হুইটম্যান বলেন, 'অনেক ত্রে বয়স্কদের যেভাবে টার্গেট করা হয়েছে শিশুদের ঠিক একইভাবে টার্গেট করা হয়েছে।' সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে আটক ছিলেন এমন শতাধিক ব্যক্তি বন্দী শিবিরগুলোতে সবচেয়ে কম বয়সী বন্দীর ওপর পর্যন্ত নির্বিচার অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। এতে বলা হয়, 'শিশুরা যাদের অনেকের বয়স ১৩ সংস্থার কাছে তারা বলেছে, কর্মকর্তারা তাদের নির্জন কে বন্দী রেখে নির্মমভাবে পিটিয়েছেন, তাদের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করেছেন, সিগারেটের ছেঁকা দিয়েছেন এবং তাদের ধাতব হাতকড়া পরিয়ে মেঝের উপরে লটকে রেখেছেন। সরকারি বাহিনীর হাতে নির্যাতিত শিশুরা বলেছে, বাহিনী তাদের শরীরে গরম পানি ঢেলেছে এবং প্লাইয়ার্জ দিয়ে পায়ের নখ উপড়ে ফেলেছে। মানবাধিকার সংস্থা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে সিরিয়ার সরকারের প্রতি সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন পরিহারের দাবি জানানোর আহ্বান জানিয়েছে।

এবার সম্ভাব্য ফরাসি প্রেসিডেন্টের মাথায় আটা নিক্ষেপ

ফ্রান্সের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রর্থীর মাথায় আটা নিক্ষেপ করল একজন নারী। বুধবার নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে একটি দাতব্য সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ফ্রান্সের আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদের অন্যতম দাবিদার দেশটির সমাজবাদী নেতা ফ্রাঁসোয়া হলাদের মাথায় এক নারী আটা ঢেলে দেয় বলে জানায় সংবাদ মাধ্যম। ফ্রাঁসোয়া হলাদ তার নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে 'সবার জন্য বাসস্থান' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আয়োজন করে অ্যাবে পিয়েরে ফাউন্ডেশন নামক একটি দাতব্য সংস্থা। তিনি মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ওই নারী তার দিকে এগিয়ে যায় এবং তার ওপর আটা ছুড়ে দেয়। এসময় হলাদঁকে রক্ষা করতে তার দেহরক্ষীরা এগিয়ে গেলে তাদের ওপরও আটা ছুড়ে মারেন ওই নারী। অবশেষে ৪৫ বছর বয়সী এই নারীকে হাত পা বেঁধে মঞ্চ থেকে সরিয়ে নেয় নিরাপত্তারক্ষীরা।